ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৪৩

আগরতলা, ০১ ডিসেম্বর, ২০১৯

জনজাতি অধ্যূষিত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের চিকিৎসকগণ যে যে জায়গায় কর্তব্যরত বা দায়িত্বে রয়েছেন সেখানকার পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই পারদর্শিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে চিকিৎসকদের। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩৬তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্যই অ্যাসোসিয়েশন। চিকিৎসকগণ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের পেশাগত যোগ্যতাও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট বানানোর দিশায় সরকার কাজ করছে। দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও ত্রিপুরাকে প্রথম স্থানে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। আগামী দিনে ত্রিপুরাকে হেলথ হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। ইতিমধ্যে সারা দেশের ১১টি ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত ছোট রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করেছে ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে রাজ্যে রাজস্ব আয় বেড়ে ২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, এম জি এন রেগায় কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য শ্রম দিবস ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪ কোটি শ্রমদিবস করার মঞ্জুরী দিয়েছে। যা গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যের মানুষের গড় মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনে এই আয় আরো বাড়বে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ প্রায় ১১৬৫টি হাসপাতাল রয়েছে। এর মধ্যে ৫৬৫টি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। রাজ্যের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী এবং উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।জনজাতি অধ্যূষিত এলাকার চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নয়নেও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রোগীর রোগ নির্ণয় করে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করাই চিকিৎসকের পেশাগত কর্তব্য। সেইক্ষেত্রে প্রয়োজনে বোর্ড বসিয়ে যদি সমাধানের পথ খুঁজে না পাওয়া যায় তবেই রেফারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার জি ডি পি হার তখই বৃদ্ধি পাবে যখন পর্যটন, পরিকাঠামো, রাস্তাঘাট উন্নয়ন হবে। রাজ্যে যখন বেসরকারী হাসপাতাল গড়ে তুলতে বেসরকারী পুঁজিপতিরা লগ্নি করতে এগিয়ে আসবে তখন রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারও বাড়বে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলির উন্নয়নের পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রহিতে কাজ করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

*****২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মানবজাতি চিকিৎসকদের ভগবান হিসেবে সম্মান করেন। সমাজের জন্য কাজ করা, নতুন দিশায় সমাজকে নিয়ে যাওয়া এবং কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষকে সাহায্য করার শক্তি চিকিৎসকদের রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে রাজ্যের মানুষের প্রচুর প্রত্যাশা রয়েছে। এই সরকারও মানুষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নুতন আঙ্গিকে তুলে ধরার প্রয়াস করছে রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য পরিষেবায় গরিবদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার আয়ুস্মান ত্রিপুরা প্রকল্প চালু করেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, ডা. দিলীপ কুমার দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিষ বসু, হেলথ সার্ভিসেস দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সুভাশিষ দেববর্মা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রজত দেববর্মা। আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপল অধ্যাপক ডা. কে কে কুন্ডু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডা. অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. রাজেশ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ডা. রঞ্জিত কুমার দাস। অনুষ্ঠানে ডা. বিবেকানন্দ রায়কে আজীবন সম্মাননায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও চিকিৎসকরা যারা পেশাগত ক্ষেত্রে অসামান্য কাজ করেছেন এবং মেডিক্যাল কোর্সে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ সংবর্ধনাস্বরূপ স্মারক তাদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্য অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডা. এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

****